দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

খলীকুজ্জামানের নেতৃত্বে গবেষণা

# শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশন জট ও শিক্ষকদের শৈথিল্য শিক্ষার মানের অবনতির জন্য দায়ী

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত লাইব্রেরীতে যান না। যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক লাইব্রেরী ব্যবহার করেন তাঁরা পড়ার জন্য ধার নেন গল্প-উপন্যাস, কোন পাঠ্যপুস্তক নয়। ছাত্র-ছাত্রীদেরও মাত্র ১৩/১৪ শতাংশ নিয়মিত লাইব্রেরী ব্যবহার করে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা পাস করে সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের পুরনো নোট পড়ে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার এই করুণ চিত্র ধরা পড়েছে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্বরিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত এক গবেষণা এবং গবেষণার ফলের ওপর অনুষ্ঠিত এক মুক্ত আলোচনায়।

'শিক্ষার মান ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঃ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেস স্টাডি' শিরোনামে এ গবেষণাটি পরিচালনা করে শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেডপ)।

শনিবার পলাশীতে ফ্রেডপ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করে গবেষক দলের নেতা ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ (৮০%) ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে পাস করছে, পঠিত বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ভাষা জ্ঞানও ভাল নয়, এমনকি বাংলা ভাষায়ও তারা দুর্বল।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশনজট, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষকদের শৈথিল্য, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে মারাত্মক বিলম্ব প্রভৃতি বিষয়কে ডঃ খলীকুজ্জামান শিক্ষার মানের অবনতির জন্য দায়ী করেন।

গত কয়েক বছরে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের মাত্রা ধারাবাহিকভাবে কমে এসেছে বলে এ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী দাবি করেন যে, বর্তমান

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

## শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

(১২-এর পাতার পর)

সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ডঃ খলীকুজ্জামান বলেন, জরিপের ফলাফলে অধিকাংশ উত্তরদাতা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে সরকারের ভূমিকা নেতিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন।

জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামসউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় আরও অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সায়িদুর রহমান খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বলেছে, শিক্ষকরা ক্লাসে দেরিতে আসেন এবং লেকচার শুরু করার আগে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও ৩ বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে ৫ বছর এবং ১ বছরের মাস্টার্স শেষ করতে ৩ বছর সময় লাগে বলে জরিপে মন্তব্য করা হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশে গড়ে ৬ থেকে ৯ মাস এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১৬ মাস পর্যন্ত সময় লেগেছে বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক দাবি করেন যে, বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমে এসেছে। তিনি বলেন, সরকার নিজ দলের লোককে পর্যন্ত বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করে ডিটেনশন দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি গড়পড়তা ছাত্রদের শিক্ষার মান নিয়ে শঙ্কিত, কারণ তারাই হবে দেশ-সমাজের চালিকাশক্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি ছাত্র ভর্তির সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেখানে ছাত্রাবাসে ৫ হাজার সিট সেখানে ১৫ হাজার ছাত্র ভর্তি করা হয় কেন। যদি এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা না হতো তবে দেশে অনেক আগেই নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত। শিক্ষামন্ত্রী জানান, সরকার দেশের ১২টি জেলায় ১২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের বাজেট ব্যবস্থাপনায় আরও দক্ষতা আনয়নের ওপর জোর দিয়ে এএসএইচকে সাদেক প্রশ্ন করেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেরা এ বিষয়ে পাঠদান করে অথচ নিজেরাই বাজেট ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হয় কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীও খুব দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেন যে, গত কয়েক বছরে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কমিয়ে আনার কৃতিত্ব সরকার ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে জরিপের অধিকাংশ উত্তরদাতা যে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন তা পূর্ব ধারণাজাত। অতীতের সরকারগুলোর ভূমিকা দেখে তাদের মনে এ ধারণা গেঁথে আছে। যদি বর্তমান সরকার কিছুই না করবে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস কমলো কিভাবে?

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব লঘু অপরাধের জন্যও আমরা ১২ ছাত্রকে বহিষ্কার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকার আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা দিচ্ছে, এমনকি বিরোধী দলের সহযোগিতাও আমরা পাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'এশিয়া উইক' সাময়িকী অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এ কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর অটোমেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগে এখন ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যতই বাড়ুক শিক্ষার মান বাড়ছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষায় ফাঁকি ঢুকে পড়েছে, ছাত্ররা টেক্সট বই পড়ে না, নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করে। শিক্ষকরাও ছাত্রদের ফাঁকির সুযোগ করে দিচ্ছেন নানাভাবে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই আসলে দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকির ওপর।

এক্সটারনাল-এক্সামিনারকে দিয়ে পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, এ নিয়ম এখন অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। এক্সটারনাল-এক্সামিনারের কাছে খাতা চলে গেলে সেখানে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা কিভাবে করা যাবে?

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়কেই সন্ত্রাস মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় তো জ্ঞানচর্চার জায়গা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতির নামে ক্যাম্পাসে যা চলছে কোনভাবেই তা রাজনীতির সংজ্ঞায় পড়ে না। যেসব ইস্যুতে সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে তার সঙ্গে শিক্ষার বা ছাত্রদের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষা বহির্ভূত ইস্যুতে আক্রান্ত হচ্ছে ক্যাম্পাস।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের যোগ্যতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন জানান, অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত লাইব্রেরীতে যান না, পড়াশোনা করেন না। ১৯৮৭ সালের একটি জরিপের তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ৯৫৭ শিক্ষকের মধ্যে ২৮৮ শিক্ষকের কার্ড পাওয়া গিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে। এঁদের অধিকাংশ লাইব্রেরী থেকে পড়তে নিতেন গল্প-উপন্যাস, কোর্স সংক্রান্ত কোন বই নয়।